সিকদার আমিনুল হকের কবিতায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনা

শামীম রফিক

প্রকাশকাল
পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর ২০২৩
প্রথম প্রকাশ : জুন ২০২০

প্রকাশক
সজল আহমেদ কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
রাসেল আহমেদ রনি

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস ৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ১৭৫ টাকা

Sikdar Aminul Huq er Kobitai Samrajjabadbirodhi Chetona by Shamim Rafiq
Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-E-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 Second Edition: November 2023
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 175 Taka RS: 175 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-98112-0-6

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

কবি মিনার মনসুর
[মহাপরিচালক, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ঢাকা]

সূচিপত্র

প্রারম্ভিক কথা ৯
সিকদার আমিনুল হকের কবিতায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনা ১৩
উপসংহার ৬০
তথ্যসূত্র ৬২

প্রারম্ভিক কথা

ষাটের দশকের গতানুগতিক ধারাবর্জিত, স্বাতন্ত্র্য, বিশুদ্ধ কবিতাশৈলীর পরিভাষা নির্মাণে আত্মসমর্পিত ও নিষ্ঠাবান কবি সিকদার আমিনুল হক। পঞ্চাশের কালগর্ভ থেকে উদ্ভূত স্বপ্নমণ্ডিত আকাঙ্ক্ষা আর কাব্যরস তাঁর চেতনাকে আলোড়িত করলেও উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সৃষ্ট ইউরোপীয় কবিতার প্রভাব তাঁকে আজন্ম প্রভাবিত করে রেখেছিল। প্রবল শিল্প-সচেতন তিনি, আকণ্ঠ পান করেন ইউরোপীয় সাহিত্যের শিল্পস্বাদ। বদলে ফেলেন তাঁর কবিতার অবয়ব আর সৃষ্টি করেন মানবমুক্তির নতুন মন্ত্র। স্থান-কাল ও সময়ের প্রভেদ ভুলে ভাষা, প্রসঙ্গ-প্রকরণ আর পালাবদলের গতিপথ ফেলে পাশ্চাত্য চিন্তার উন্মাদনায় বদলে ফেলা কবিতার অবয়ব থেকে তুলে আনেন অন্তর্মগ্ন মনস্তাত্ত্বিক মূল্যবোধ। কিন্তু অতটা সহজ ছিল না তাঁর পথচলা। পারিপার্শ্বিক সমাজ আর চেতনবিশ্বকে উপেক্ষা করে পাশ্চাত্য সাহিত্যের দিকে তাঁর পথচলা মহাসংকটের দিক থেকে নৈরাশ্যবাদকে স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রথম দিকে নানান প্রভাব বলয়ে আবদ্ধ সিকদার আমিনুল হকের স্বকীয়তা অর্জনে এবং নিজস্ব মানচিত্র নির্মাণে অনুঘটক হিসেবে যুক্ত হয়েছিল মাত্রাতিরিক্ত সাহিত্যপ্রেম এবং বিরল সাধনা। তিনি পেরেছিলেন ভাষা, বিষয় ও প্রকরণের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে মূল কাব্যভুবনের সৈকতে পৌঁছে যেতে। তারপর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যমুখিনতায় নিমজ্জিত এই কবিকে। ভ্রমণ-পঠন আর চৈতন্যের নান্দনিকতায় তাঁর কাব্যভুবন নানান অভিজ্ঞতা আর উপকরণে সমৃদ্ধ হয়েছে। হয়েছে নানাবর্ণের আলোকচ্ছটায় বর্ণিল।

প্রতিনিয়ত আগামীর অভিযাত্রী সিকদার আমিনুল হকের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা আঠারো, প্রবন্ধগ্রন্থ ২টি, ছড়াগ্রন্থ ১টি। এছাড়া শ্রেষ্ঠ কবিতা, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ, রচনা সমগ্র-১ ও ২, প্রেমের কবিতা সমগ্র ইত্যাদি। তাছাড়া অপ্রকাশিত অসংখ্য কবিতা, প্রবন্ধ এবং নামে-বেনামে অসংখ্য কলাম এখনও বর্তমান।

ইন্দ্রিয়ঘন সাংস্কৃতিক প্রণোদনা তাঁর চেতনস্তরে নানাভাবে বিরুদ্ধতার জন্ম দিয়েছিল। বাংলাদেশের কবিতার চৈতন্যপ্রবাহের প্রবর্তক এই কবি শিল্পের গহিনে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকে কাব্যের অন্তর্সৌন্দর্য অবলোকনে সদামগ্ন। শিল্পে-সৃষ্ট সকল পথ ছেড়ে তিনি একাকী নতুন পথের সন্ধানে যাত্রা করেন। শুরুতে তাঁর সহযাত্রী কাউকে পাওয়া যায়নি। অনুপ্রেক্ষণীয় সময়কে তিনি নানা উপকরণে সাজিয়েছেন। কখনো প্রেমে, কখনো নান্দনিকতায়, কখনো স্বপ্নের ব্যঞ্জনায়, কখনো শিল্পের মোহনীয়তায়, কখনো নানাবিধ অনুষঙ্গের মায়াময় ঐন্দ্রজালিক মনোমুগ্ধতায়। তাই তিনি লেখেন :

> আমি অনেক দূরের ধূম্রশিখা, বিচ্ছিন্ন আর অবৈধ বর্বর গোলাপের মতো হিংস্র। ক্রীতদাসের মুহূর্ত থেকে তাকে কী ক'রে জানবে! আর দেখনি আমার অবরুদ্ধ শৈশব, নিশান্তিকা আর পাথর, দূরন্ত অশ্ব আর ধূসর তটরেখা। আর দেখনি বাতাসের সামনে আমার মায়ের ফেনিল পোশাকের উন্মত্ত দাপাদাপি।

(১৯৭৫ : ৬৩)

সিকদার আমিনুল হক প্রাতিষ্ঠানিক কাব্যযাত্রা শুরু করেন ১৯৭৫ সালে আর তখনই কী করে বললেন, 'আমি অনেক দূরের ধূম্রশিখা, বিচ্ছিন্ন আর অবৈধ বর্বর গোলাপের মতো হিংস্র' (১৯৭৫ : ৬৩)। তিনি কি তবে প্রস্তুতি নিয়েই লিখতে শুরু করেছিলেন? তিনি কি জানতেন যে, তিনি সম্পূর্ণ নতুন পথের সারথি হয়ে একাকী পথ চলবেন, জীবন চলার পথটি জটিল ও কন্টকাকীর্ণ জেনেও সে পথে পা বাড়াবেন, পাঠকপ্রিয়তা পাবেন না জেনেও বিষয়বস্তুর দুর্বোধ্যতাকে বেছে নেবেন, সাবলীলভাবে হেঁটে বেড়াবেন কাব্যের সকল পথে, আত্মিক মুক্তি আর আত্মতৃপ্তির জন্য বেছে নেবেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কাব্যভুবন, প্রতীক, চিত্রকল্প আর উপমার

জাদুতে সৃষ্টি করবেন এক নান্দনিক ভুবন, ছন্দের মূর্ছনায় রঙিন হবে তাঁর কাব্য-পৃথিবী আর মাত্র ২৮ থেকে ৩০ বছরের সংক্ষিপ্ত পথচলায় পৌঁছে যাবেন পাহাড়ের চূড়ায়? আর তাই তিনি লেখেন :

> অনেক বেশি কবিতা আমরা লিখেছি। হয়তো এতটা দরকার ছিল না। বালু, খনিজ পদার্থ আর রেশমের চেয়ে বেশি...এবং মেয়েদের ঋতুস্রাবের চেয়ে বহুগুণে অযাচিত। বৌদ্ধ শ্রমনের ভৌতিক অন্ধকার প্রকোষ্ঠের মিথ কথনের গৌরব পৃথিবীর নিদ্রিত ইচ্ছাকে মৃত্যুর দিকে আরও সম্ভ্রান্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে নিয়ে যায়। সেই নীরবতা রক্তক্ষরিত মানব হৃদয়ের।
>
> (১৯৯১ : ৪৩)

আমরা যতটা বেশি লিখেছি তিনি মনে করেন এতটা না লিখলেও হতো। এতটা দরকারও ছিল না। আমাদের লেখার পরিমাণ বালু, খনিজ পদার্থ আর রেশমের চেয়ে বেশি এবং মেয়েদের ঋতুস্রাবের চেয়ে বহুগুণে অযাচিত। তাঁর কবিতার অন্তর্হিত গাঁথুনিতে চিত্র ও চিত্রকল্প এমনভাবে সন্নিবিষ্ট থাকে, যা ব্যঞ্জনাময় শ্রুতির প্রাণবন্ত অবয়ব হয়ে ওঠে। দীর্ঘ বর্ণনার আবরণে পৃথক পৃথক অঙ্গসজ্জায় পরিপূর্ণ কাঠামোতে দৃশ্যমান হয়, প্রাণবন্ত এক একটি কবিতা। কাব্যে তিনি যে ইলিউশন তৈরি করেন, তাতে পাঠকমাত্রই দিশেহারা। ছন্দে তিনি সাবলীল ও বৈচিত্র্যময়। এই দৃশ্য চিত্রণের পর তিনি আবার আমাদেরকে নতুন রক্তক্ষরণের মুখোমুখি করেন। তাই তিনি লেখেন :

> নিজের জীবনের ইতিহাসই সবচেয়ে সঙ্গীতময় ও সুন্দর অথচ দীর্ঘ।...অন্য শতাব্দীর ইতিহাসঘন শৈবালে ঢাকা, ক্রুদ্ধ অশ্বারোহীর, পদে পদে নিষ্ঠুরতা আর অগণন ভ্রান্তিতে ভরা—রাত্রির ধর্ষণে তার অনেকটাই ভীতিময়—! আর কত কলঙ্কিত করবো এই ছন্দ? যা খুব বেশিদিনেরও নয়; যদিও জনশ্রুতি নির্জন ও নিস্তব্ধতার।...কিছুটা হাওয়ার আর দীর্ঘশ্বাস জড়ানো পবিত্র পৃথিবীর...
>
> (১৯৯১ : ৪৫-৪৬)

কবি মনে করেন নিজের জীবনের ইতিহাসই সবচেয়ে সংগীতময়, সুন্দর ও দীর্ঘ। এটা তাঁর আত্মবিশ্বাসের সুস্পষ্ট নিদর্শন। অন্য শতাব্দীর ইতিহাস তো অযত্ন আর অনাদরে ভরা ও অস্পষ্ট, আবার কখনো যুদ্ধরক্তিম ক্রুদ্ধ অশ্বারোহীর—যা চরম নিষ্ঠুরতা আর অগণন ভ্রান্তিতে ভরা ভীতিময় ইতিহাস। তিনি নিজের জীবন থেকেই হয়তো অভিজ্ঞতাশানিত কিছু উপমা আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। যেমন :

বাইরে তখন মুষলধারে বৃষ্টি, আর তোমার মনে দুঃস্বপ্নের উৎসব! আমি প্রায় এক মুঠো; পাঁচগুণ তোমার ছোট; ভয়, নিন্দার আর আস্বাদনের এ কি ভিন্নতা! তোমার আগুনের চাপে আমার ডানা পুড়ে গেলো—শৈশবের ডানা।...তোমার উদ্ধত উরু আর পশুর মতো গর্জনের সামনে। নিষ্পেষিত হবার সেই ব্যবস্থাই রয়ে গেছে পৃথিবীতে! হয়তো তোমার মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু অন্ধকারের মৃত্যু নেই। এখনও নারীমাত্রই বিদায় নেবার সময় তার মনোনীত পুরুষকে যন্ত্রণার কথাই শুধোয়।

(১৯৯১ : ২১)

এখানে সিকদার আমিনুল হক কাব্যিকতার আড়ালে তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার উপাখ্যানই আমাদের সামনে চিত্রিত করেছেন। প্রাথমিক অভিজ্ঞতার ভিন্নতর শিহরণ, বয়সের ভিন্নতা, ভয়, নিন্দা আর আস্বাদনের ভিন্নতা কবির শৈশবের ডানা দুটো পুড়িয়ে দিয়েছে। উদ্ধত উরু আর পশুর মতো সমর্পণের উপস্থাপনা কবির শৈশব স্মৃতিকে রাঙিয়ে দিয়েছে। তাঁর কাছে সেটা নতুন অভিজ্ঞতা বলে ভিন্নতর হলেও পৃথিবীর কাছে নিষ্পেষণের এ ব্যবস্থা একই রকম। মানুষের বিদায় হলেও পৃথিবী তার মতোই থেকে যায়, থেকে যায় নানারূপ স্মৃতি। যেমন :

বয়স অল্পই ভালো। মৃত্যু তা হ'লে দূরে থাকে।
অথবা থাকে না সত্যি; ভুলে থাকা যায়—
শুনেছি বন্ধুর মুখে, ওই লাবণ্যের বয়স আঠারো;
তাই ঘটে গ্যালো বুঝি দুর্বলতা, তৃণ ও জেব্রায়
নিঃশব্দ থাকবো আমি। তুমি কথা। তুমি মুখরতা।
[...]
আমি স্বার্থপর, ভয় পাই, স্বর্গভ্রষ্ট হই পাছে।

(১৯৯৪ : ২০)

উল্লেখিত আলোচনায় সিকদার আমিনুল হকের দেশপ্রেম এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনা ফুটে উঠেছে। প্রবল দেশপ্রেমে উজ্জীবিত কবি কবিতার ছত্রে ছত্রে তাঁর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন।

সিকদার আমিনুল হকের কবিতায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনা

[সার-সংক্ষেপ : সিকদার আমিনুল হক (১৯৪২-২০০৩) ষাটের দশকের কবি। তিনি সঙ্গবিমুখ ও নিভৃতচারী নতুন ঘরানার কবি। তাঁর কবিতায় বিষয়গত বৈচিত্র্য স্পষ্ট। সমকাল ও সাম্রাজ্যবাদ ভাবনা, রোমান্টিকতার স্বরূপ, নাগরিক অনুষঙ্গ, মৃত্যুচেতনা, মর্বিডিটি চেতনা যেমন ফুটে উঠেছে তাঁর কবিতায়, তেমনি আশাবাদ এবং নৈরাশ্যবাদও স্পষ্ট হয়েছে। সমকালীন রাজনৈতিক সংক্ষুব্ধতা তাঁকে বিশেষভাবে আলোড়িত করেছে। পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর কবি সাহসী পঙ্‌ক্তিমালা নির্মাণ করেন। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে কবির বুকে প্রতিশোধের বহ্নিশিখা ঘন-ঘোর কল্লোলের সৃষ্টি করেছিল। আত্মসচেতনশীল রোমান্টিক এ কবির কবিতায় নন্দনতত্ত্বে তীব্র আবেগ, প্রেম, নিঃসঙ্গচেতনা ও পরাবাস্তববাদী চেতনা লক্ষণীয়। নগরজীবনের নানা ঘটনাপ্রবাহ তাঁর কবিতাকে যেমন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে, তেমনি নাগরিকমনের নানা কষ্ট-যন্ত্রণা-ক্লেদ-গ্লানি ও সৌন্দর্যময়তা হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতার অনুষঙ্গ। এছাড়াও লোকঐতিহ্য এবং গ্রামীণ জনজীবনের সম্পর্কের স্বরূপ সন্ধানে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। আবার তাঁর কবিতায় নৈরাশ্যবাদ ও আশাবাদের অবস্থান পাশাপাশি। এখানে কবির মনোবৈকল্যবোধ স্পষ্ট করে তুলেছে নৈঃসঙ্গ্য বেদনাবোধকে। সিকদার আমিনুল হকের কবিতা আত্ম-চৈতন্যের কবিতা, আত্মা-বৈকল্যের কবিতা, আত্ম-উপলব্ধির কবিতা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দার্শনিক আত্মকথন। সমিত স্বরের এই কবির সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনা তাঁর কবিতায় রূপায়িত উপর্যুক্ত বিষয়ের পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করাই আলোচ্য প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য।]

বাংলাদেশের ইতিহাসে ষাটের দশক নানাবিধ প্রকরণে মুখরিত হলেও কবিতায় স্বকীয়তা বিনির্মাণের জন্য উল্লেখযোগ্য। সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে নিষ্পেষিত ও বঞ্চিত, শিল্প-সাহিত্যের মুখোমুখি আন্দোলন এবং নবজাগরণে উদ্বেলিত বাঙালি জাতির মুক্তির প্রত্যাশায়

দ্রুত ধাবমান। ১৯৪৭ সালে সমস্ত বাঙালি জাতির স্বপ্ন ও প্রত্যাশাকে উপেক্ষা করে কেবলমাত্র ধর্মীয় বিচারে দেশভাগ হলো। রাজনৈতিক নিষ্ঠুর চক্রান্তে খণ্ডবিখণ্ড হয় অখণ্ড বাংলা। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে পূর্ববাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। শুরু হয় নাটকীয়তা। তারা ১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাব উপেক্ষা করে শুধু ধর্মীয় দৃষ্টিতে সৃষ্ট পাকিস্তান নামের অতি সাম্প্রদায়িক ও শোষক রাষ্ট্রকে মেনে নিতে বাধ্য হলো। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রের শোষণ ও বঞ্চনা এত অধিক মাত্রায় ছড়িয়ে পড়ল যে, তার প্রভাব সামাজিক, রাজনৈতিক, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে প্রবলভাবে আঘাত করল। সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরাই সর্বপ্রথম প্রতিবাদের ঝড় তোলেন।

> দেশ বিভাগের পর পরই অবাঙালি শাসকগোষ্ঠী, আমলাচক্র পুঁজিপতি শ্রেণি পূর্ব-বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করে। প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর শুরু হয় দমন-পীড়ন। পূর্ব-বাংলায় দেখা দেয় খাদ্যাভাব, সৃষ্টি হয় শ্রমিক অসন্তোষ এবং বেকারত্ব প্রকট আকার ধারণ করে। ফলে পূর্ব-বাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিক্ষার সুযোগ বিকাশের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। অবাঙালি শাসকরা ধর্মের জিগির তুলে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ফলে পাকিস্তানের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠে বাঙালি জাতি।
>
> (২০১৩ : ১৮৭)

শুধু তাই নয়, প্রাসঙ্গিকভাবেই আগে চলে আসে ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধের কথা, যা রাজনৈতিক মেরুকরণের পেছনে বিরাট ভূমিকা রেখেছিল। সেখানেই বাঙালির অর্বাচীন আচরণ ও দূরদর্শিতা থেমে থাকেনি বরং আরও ভয়াবহ রূপ লাভ করেছিল ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে। মহাযুদ্ধ শুধু ইউরোপ বা আমেরিকার দেশ, সমাজ এবং ব্যক্তিমানসকেই আলোড়িত করেনি, ওই ভয়াবহ ও নিষ্ঠুরতম যুদ্ধের ঢেউ সমস্ত পৃথিবীকেই আলোড়িত করেছে। ষাটের দশকে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন যেমন গড়ে উঠেছিল, তেমনি সাহিত্যের নানামুখী আন্দোলনের পাশাপাশি অস্তিত্ব ও আদর্শের লড়াই প্রকট হয়ে উঠেছিল। ওই সময় পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালির বুকে প্রতিশোধের বহ্নিশিখা ঘন-ঘোর কল্লোলের সৃষ্টি করেছিল।

তাঁর কণ্ঠস্বর উচ্চকিত নয় বলা হলেও, কবি মোহাম্মদ রফিকের একটি লেখা থেকে আমরা জানতে পাই,

> আমরা কয়েকজন বন্ধু একত্রিত হয়েছি সে আমলের মধুর ক্যান্টিনে। দীপক, আমি, কাজী এবং প্রশান্ত তো একসঙ্গে, একটি টেবিল ঘিরে বসেছিলাম। সেখানে ছাত্রসংগঠনের এক নেতা ভাষণ শুরুও করেছিল, যাকে বলে, দু-চারটে শব্দও হয়তো ড্রেনের জলস্রোতের ন্যায় নির্গত হয়েছিল তার ওষ্ঠ্য গলিয়ে; ঠিক তক্ষুনি, কে যেন আমার ডান পাশ থেকে চিৎকারে ফেটে পড়ল, ব্যাটাকে ধর।

(মোহাম্মদ রফিক ২০১৫ : ৪১)

সংগত কারণেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কবি সিকদার আমিনুল হক বাম সোভিয়েতপন্থি রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাদের জন্য তাই সেই সময়টা ছিল ঊর্মিমূখর। সেই অবস্থায়, ঊনসত্তরের অগ্নিঝরা উন্মাতাল দিনগুলোতে হুলিয়া মাথায় নিয়ে আত্মগোপন করেছিলেন যেসব বামদলভুক্ত নেতাকর্মী, তাঁদের আশ্রয়স্থল ছিল সিকদার আমিনুল হকের এলিফ্যান্ট রোডের বাড়ি। মূলত এই বাড়িটি ঘিরেই রচিত হয়েছে স্বাধীনতা যুদ্ধের অনেক অজানা গোপন কর্মযজ্ঞ। সমকালীন রাজনীতির সংক্ষুব্ধতা কবিকে বিশেষভাবে আলোড়িত করে। স্বদেশ, স্বাধীনতা, বঙ্গবন্ধু, সংগ্রাম, বিপ্লব এসব এই শান্তশিষ্ট মানুষটার গভীরে যে কী প্রকটভাবে দীপ্যমান ছিল তা কাছের বন্ধুদের ছাড়া কারও পক্ষেই বোঝা সম্ভব ছিল না। দেশপ্রেমের পরীক্ষায় সিকদার আমিনুল হক বারবার বিজয়ী হয়েছেন। কবি মোহাম্মদ রফিকের বর্ণনায় :

> ঊনসত্তরের উন্মাতাল অগ্নিঝরা দিনগুলিতে হুলিয়া মাথায় নিয়ে আত্মগোপন করে ছিলেন প্রায় সকল বামদলভুক্ত নেতাকর্মী। তাদেরকে কোথাও, কোন বাড়িতে, গৃহে, আস্তানায় একত্রে বসানো সম্ভব হচ্ছিল না পার্টির পক্ষে। এই সকল গোপন মিটিং-এর জন্য জায়গা দিতে সহজে রাজি হচ্ছিল না কেউই। হ্যাঁ সত্যিই তো মধ্যবিত্ত ভদ্রজনদের পক্ষে এমন বাঁধনছেঁড়া পদক্ষেপ নেয়া সত্যিই অসম্ভব। এগিয়ে এল দীপক, সিকদার আমিনুল হক, তার এলিফ্যান্ট রোডের বাড়িই হয়ে উঠল স্বাধীনতাযুদ্ধের গোপন কর্মক্ষেত্র।

(২০১৭ : ১৯)

সিকদার আমিনুল হক ষাটের আধুনিক চেতনতাবোধসম্পন্ন একজন কবিব্যক্তিত্ব; মননে আধুনিক, প্রজ্ঞা আর সততা শোণিতে প্রবহমান, মেধা আর প্রচেষ্টার সম্মিলনে সৃষ্টি করেছেন এক নতুন ধারা, নতুন জগৎ, স্বদেশ-সমকাল আর সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা তাঁর হৃদয়ে সদাজাগ্রত। শিল্পকে সর্বদা আপাদমস্তক হতাশা আর বিষণ্নতার মোড়কে না ঢেকে কিছুটা কুয়াশা, কিছুটা জোছনার আলোকে যে মায়াবী কুহক তিনি সৃষ্টি করেছেন, তাতে সহজেই অবগাহন করা যায় না। তিনি ষাটে ছিলেন, তিনি বাংলায় ছিলেন, তিনি বিপ্লবে ছিলেন, তিনি ইউরোপে ছিলেন, তিনি পঠন-পাঠনের বিশালতায় কল্পনায় বহুদেশ ভ্রমণ করেছেন। তাঁর কল্পলোক বহুধা মেধা আর অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। বহু অভিজ্ঞতার মিশেলে তিনি যে শিল্পের সৃষ্টি করেছেন সেই কুহেলিকার স্বাদ উপভোগ করতে প্রয়োজন বুদ্ধিশানিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কাব্যিক অন্তর্বিন্যাস ও সাহিত্যের অগ্রসরমানতা। তিনি নশ্বর জীবনের নিষ্ঠুরতাকে অবলীলায় অতিক্রম করতে চেয়েছেন, পেরেছেনও অনেক ক্ষেত্রে। জীবনের কণ্টকাকীর্ণ পথে এবং সম্পূর্ণ নতুন পথ বেছে নিয়ে তিনি একাকীই পথ চলেছেন। তিনি ছিলেন প্রচণ্ড সাহসী ও আত্মপ্রত্যয়ী। তাঁর দার্শনিকতা সমকাল ছাড়িয়ে ভবিষ্যতে বিচ্ছুরিত। বিষয়-বৈচিত্র্য ও আঙ্গিক-বৈচিত্র্যের সহযোগে নির্মাণ করেছেন চিত্রকল্পময় বহুগুণিতক কবিতার জ্যামিতিক ভুবন। বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর মনোভূমিকে সমৃদ্ধ করেছে। সেই প্রভাব আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যায় কল্পনার ভেলায় দৃশ্যের বাস্তব পটভূমিতে। তিনি যখন লেখেন :

> কিন্তু আমি অপেক্ষা করতে বললুম। উৎসবের দিনেও আমার দুর্যোগের কথা মনে আসে। অভিভূত ও দৃষ্টিহীনতার মধ্যে যে ঝর্নার উদ্দাম জল রুদ্ধ হয়েছিল, সেই কথা। প্রবাহ ব'য়ে নিয়ে যাবার মতো আমার জন্মভূমি এখনো সমতল হয়নি, সেই কথা।

(১৯৭৫ : ৪৩)

কবি এই অংশে সেই সময়ের ভয়াবহতা ব্যাখ্যা করতে চাইলেন। তিনি অপেক্ষা করতে চাইলেন। কেননা আজ উৎসবের দিনেও তার দুর্যোগের কথা মনে পড়ে। সেটা কোন দুর্যোগ, সেটা মনে পড়ে